A-4166

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

চামড়া শিল্পনগরী-ঢাকা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

শিল্প ও শক্তি সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অমল কান্তি দেব

ব্যক্তি পরামর্শক

ই-মেইল ঃ debak.707@gmail.com

জুন ২০১৫

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার কান্দিবৈলাপুর ও চন্দ্রনারায়ণপুর মৌজা এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলার চরনারায়ণপুর মৌজাধীন এলাকায় প্রায় ২০০ একর জমির ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "চামড়া শিল্পনগরী-ঢাকা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি ২০০৩ সালে নেয়া হয়। প্রকল্পটি প্রথমে জানুয়ারী ২০০৩-ডিসেম্বর ২০০৫ মেয়াদে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হলেও বিভিন্ন কারণে তা সমাপ্ত করার জন্য প্রথম সংশোধিত মেয়াদ জানুয়ারী ২০০৩-জুন ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পূনরায় তা দ্বিতীয়বার সংশোধিত করার মাধ্যমে জানুয়ারী ২০০৩-জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১০৭৮.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চামড়া শিল্পসমূহ একটি পরিবেশ সম্মত স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে চামড়া শিল্পের নির্গত দূষিত পদার্থসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশ রক্ষা করা। চামড়া শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্পনগরী স্থাপনের দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং ট্যানারী শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা। দূষণমুক্ত পরিবেশে চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য চামড়া শিল্প হতে নির্গত বর্জ্য পরিশোধনের জন্য একটি Common Effluent Treatment Plant (CETP), Dumping yard, STP, SPGS এবং SWMS স্থাপন করা।

আইএমইডি ব্যক্তি পরামর্শকের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মাঠ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা/নিরীক্ষা করার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন অঙ্গ (Component) এর বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান যাচাই বাছাই, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৬০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৭.১১ শতাংশ। প্রকল্পের অধিকাংশ ভৌত অবকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন হলেও কিছু রাস্তা, ড্রেন-কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, ১টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ইত্যাদির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রশাসনিক ভবন এক তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হলেও ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ বাকী রয়েছে। শিল্পনগরীর ধলেশ্বরী নদীর তীর বরাবর বেড়ি-বাঁধ প্রায় ৪০% নির্মিত হলেও অবশিষ্ট ৬০% বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প এখনো অনুমোদিত হয়নি। বেড়ি-বাঁধ দ্রুত সম্পূর্ন নির্মিত না হলে প্রকল্পটি বর্ষাকালে ঝুঁকির সন্মুখীন হবে। প্রকল্পের প্রধ্বান প্রধান প্লান্টসমূহ হলো-কমন ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (CETP), কমন ক্রোম রিকভারি প্লান্ট (CCRU), স্লাজ পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম (SPGS), স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (STP) এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WTP)। শিল্পনগরীতে ১৭.৫০ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন CETP-এর দৈনিক পরিশোধন ক্ষমতা হলো ২০০০০ ঘনমিটার ইফ্লুয়েন্ট। STP-এর ট্রিটমেন্ট ক্যাপাসিটি হলো দৈনিক ৫০০০ ঘনমিটার এবং STP, CETP-এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড করা হবে। CETP নির্মাণ চামড়া শিল্পনগরীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ এবং এ খাতে প্রাক্কলন ব্যয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৫৯.২২%। CETP নির্মাণ কাজের আর্থিক অগ্রগতি হল মাত্র ১০.৬৩% এবং সিভিল নির্মাণ কাজ প্রায় ৫৫-৬০% সম্পন্ন হয়েছে। CCRU ও SPGS এর কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ডিজাইন লে-আউট পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণাধীন CETP-তে লবণ পরিশোধণের কোন ব্যবস্থা নেই এবং কোরবানী পরবর্তী ৩ মাস ট্যানারীতে প্রায় ২৪ ঘন্টা প্রোডাকশন চলে এবং এ সময় ইফ্লুয়েন্টের পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। সে জন্য উক্ত সময়ে CETP-এর ধারণ ক্ষমতা বিষয়ে পুনঃপরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু চামড়া শিল্পনগরীতে কঠিন বর্জ্য পরিশোধনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা রাখা হয়নি যদিও সেখানে প্রতি দিন প্রায় ১০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য নির্গত হবে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মাত্র ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা নিতান্তই অপ্রতুল। ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ বছর আগে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি ট্যানারী স্থানান্তর না হওয়ায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটিতে ইতোমধ্যেই মরিচা ধরে গেছে এবং এর ভিতরের যন্ত্রপাতিরও কোন কোনটিতে মরিচা পড়েছে। কোন কোনটি আবার একেবারে বিকলও হয়ে যেতে পারে।

চামড়া শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত ১৫৫টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্পে ২৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য সংস্থান রাখা হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৮টি প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়েছে এবং ৯টি শিল্প ইউনিটের আবেদনপত্র ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অনেকেই ক্ষতিপূরণ ও প্লট বরাদ্দ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় এবং ক্ষতিপূরণ নীতিমালা শিথিল করার দাবী জানিয়েছে। ক্ষতিপূরণ নীতিমালা শিথিল করা সম্পর্কিত আবেদন জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তি করা অত্যাবশ্যক। এতে ট্যানারী নির্মাণ ও স্থানান্তর প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে বলে আশা করা যায়। মোট ৩৩ লক্ষ বর্গফুট এরিয়ার শিল্প প্লটের মধ্যে ৭টি ট্যানারী শিল্প ইউনিট প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গফুট এরিয়ার প্লট বরাদ্দ পেয়েছে। তন্মধ্যে এপেক্স ট্যানারী, বেঙ্গল লেদার, বে ট্যানারী, বিএলসি লেদার, ঢাকা হাইডস্ এন্ড স্কিনস্ অন্যতম। ঢাকা হাইডস্ সর্বোচ্চ ৬টি প্লট বরাদ্দ পেয়েছে যার মোট এরিয়া প্রায় ৩,৩৭,৩৩৩.৩০ বর্গ ফুট এবং ২য় সর্বোচ্চ প্লট এরিয়া ৩,০০,০০০.০০ বর্গ ফুট পেয়েছে এপেক্স ট্যানারী যার প্লট সংখ্যা ৪টি। ৪টি করে প্লট প্রাপ্ত মেসার্স বে ট্যানারীজ লিঃ ও মেসার্স লেক্সকো লিঃ এর প্লট এরিয়া যথাক্রমে ২,৭৫,০০০.০০ ও ১,৩৩,৯৫৬.০০ (প্রায়) বর্গ ফুট। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত ৪টি ট্যানারী মিলে ১৮টি শিল্প প্লট বরাদ্দ পেয়েছে যার মোট এরিয়া প্রায় ১০,৪৬,২৮৯.৩৬ বর্গ ফুট। অধিকন্তু, S টাইপ প্লটের এরিয়া ১০,০০০ - ৩০,০০০ বর্গ ফুট হলেও বাস্তবে অনেক S টাইপ প্লট ৩০,০০০ বর্গ ফুটের বেশি আছে যেমন ZS18, ZS19, XS9, XS11, XS8,YS14,YS26,YS19।

চামড়া শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ নিয়ে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে চামড়া শিল্পের সহযোগী মোট ৯টি সংগঠনের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে এবং তারা প্রতিনিয়ত সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে স্বারকলিপি সহ লিখিত পত্র দিয়েছে। এছাড়া চামড়া শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত ৪০-৪৫ হাজার শ্রমিকদের জন্য আবাসন, ১টি স্কুল ও ১টি হাসপাতাল নির্মাণের নিমিত্ত জমি বরাদ্দের জন্য শ্রমিক ইউনিয়নসহ অনেকেই দাবী জানাচ্ছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কিছু মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছে যেমন CETP-এর টেন্ডার সংক্রান্ত মামলা, বিএফএলএলএফইএ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত হাইকোর্টে রীট, ট্যানারী স্থানান্তরে হাইকোর্ট কর্তৃক রীট পিটিশন, আদালত অবমাননা মামলা ইত্যাদি। তবে অনেক মামলা ইতোমধ্যেই নিস্পত্তি হয়েছে। প্লট বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা, শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা, স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ সম্পর্কিত সকল বিষয়াদি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এর মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। তাছাড়া, যে সমস্ত মামলা এখনো নিস্পত্তি হয়নি সেগুলো অধিকতর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদকালে যাতে শেষ হয় সেজন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক হতে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

ট্যানারী শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ খুবই ধীর গতিতে হচ্ছে। অধিকাংশ লোক (প্রায় ৯০%) শিল্প এলাকায় বরাদ্দপ্রাপ্ত সকল শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজের সামগ্রীক অগ্রগতি আশানুরূপ নয় বলে মন্তব্য করেছে। যদিও অল্প কয়েকটি ইউনিটের কাজ অনেক এগিয়েছে এবং তারা ২য় তলার ছাদ ঢালাই দিয়ে ৩য় তলার কাজ শুরু করেছে। সমস্ত শিল্প ইউনিটের মোট কাজের অগ্রগতি এ পর্যন্ত গড়ে প্রায় ২০-২৫% সম্পন্ন হয়েছে। জরীপে ৬০% লোক ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে ওয়েট-ব্লু প্রসেসিং কাজ চালু করা যাবে না বলে জানিয়েছে। এমতাবস্থায় ট্যানারী শিল্প ইউনিট নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করে সম্পন্ন করা না গেলে এবং ইতোমধ্যে যদি CETP-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে প্রয়োজনীয় বর্জ্যের অভাবে CETP অকার্যকর ও হুমকির সন্মুখীন হবে। এ জন্য ট্যানারী মালিকদের কড়া তাগিদ প্রদান সহ শিল্প ইউনিট নির্মাণ কাজের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বিসিকে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

চামড়া শিল্পনগরীতে বায়ু দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে অনেক গ্যাসীয় বর্জ্যের নির্গমণ হয় এবং SPGS-এ স্লাজ বার্ন করে ইনসিনারেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়ও প্রচুর টক্সিক গ্যাসের নির্গমণ হবে। সেজন্য প্রত্যেক ট্যানারীকে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধ্য করা এবং স্লাজ হতে সম্পূর্নরূপে টক্সিক কেমিক্যাল অপসারন করে SPGS-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা উচিত। চামড়া শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনায় রপ্তানিকারক শিল্প এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার জন্য অতিসত্বর হাজারীবাগ হতে ট্যানারীসমূহ নির্মাণাধীন চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা অত্যাবশ্যক এবং সেজন্য CETP নির্মাণও দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন অন্যথায় সেখানে হাজারীবাগের মতই পরিবেশ দূষণ হবে। অধিকন্তু, নির্ধারিত সময়সীমায় চামড়া শিল্পনগরীর কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা না গেলে দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় রপ্তানিকারক লেদার সেক্টরে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। ঢাকার পরিবেশ দূষণ, ঢাকার প্রাণ ও ঐতিহ্য বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা এবং দেশ ও জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরীর দ্রুত বাস্তবায়ন অতীব জরুরী। এমতাবস্থায় আলোচ্য প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বিবেচনার দাবী রাখে।

সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অতিসত্বর সকল শিল্প ইউনিটসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে হাজারীবাগ হতে ট্যানারীসমূহ দ্রুত চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা, CETP নির্মাণ কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করে এতে লবণ পরিশোধনের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে একটি শক্তিশালি মনিটরিং সেল গঠন করা অত্যাবশ্যক। যে সকল শিল্প ইউনিট ইতোমধ্যেই প্লট বরাদ্দ পেয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেনি তাদের প্লট অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। CETP-এর নির্মাণ সামগ্রীর সকল নমুনা সীলড্ অবস্থায় ল্যাব টেষ্টে প্রেরন করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ইফ্লুয়েন্ট লোড কমানোর জন্য এবং CETP-এর অধিকতর কার্যকারীতার জন্য শিল্পনগরীর সকল ট্যানারীকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য করা অত্যন্ত জরুরী কেননা শুধুমাত্র CETP দ্বারা তরল বর্জ্য পরিশোধন করলেই চামড়া শিল্পনগরী পরিবেশ বান্ধব হবে না।

ট্যানারী কর্তৃক সৃষ্ট বায়ু দূষণ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে স্লাজ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বায়ু দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য বায়ু দূষণের বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেশি হবে কিনা তাও পর্যালোচনা করা উচিত। অতিসত্বর SWMS-এর কার্যক্রম শুরু করা উচিত। ট্যানারীর কঠিন বর্জ্য পরিশোধন করে তা হতে মূল্যবান রিসোর্স উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়সীমায় সুসম্পন্ন করার জন্য যে সকল কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন তাদেরকে পূর্ণকালীন দায়িত্ব দেয়া এবং দ্রুত প্রকল্পের জনবল বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী। চামড়া শিল্পনগরীতে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস্ পরিবহনের সময় যাতে শিল্পনগরী ও তার আশেপাশে দুর্গন্ধ না ছড়ায় সে জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস্ পরিবহনে আইনি বাধ্যবাধকতা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প এলাকায় চামড়া শিল্পের সহযোগী সংগঠন বা ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায়ীদের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া, ট্যানারী শ্রমিকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা এবং ১টি স্কুল ও ১টি হাসপাতাল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে নতুন শিল্প প্লট করে উক্ত শিল্পনগরীকে সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী তৈরি করা অপরিহার্য।

অধ্যায় - ১১
সুপারিশমালা ও উপসংহার

১০.১ সুপারিশমালা

বিগত চার মাস যাবত (জানুয়ারি-এপ্রিল) চামড়া শিল্পনগরী ঢাকা-(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি, বিভিন্ন দলিলপত্র, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ, বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএ-এর সভাপতিসহ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বুয়েটের পরামর্শকগণ, প্রকল্প এলাকার চেয়ারম্যান ও সাধারণ লোকদের সাথে মত বিনিময়, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং প্রকল্প এলাকা প্রতিনিয়ত সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ও সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ অধ্যায়ের প্রত্যেক অনুচ্ছেদে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের তথ্য-উপাত্তের ফলাফল ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত সচিত্র বর্ণনার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা হলেও নিম্নে সমন্বিতভাবে বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হল ঃ

১. নির্ধারিত সময়সীমায় হাজারীবাগ হতে সকল ট্যানারী চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করতে হলে শিল্প ইউনিটসমূহের নির্মাণ কাজের গতি অনেকাংশে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী।

২. শিল্প ইউনিটসমূহের নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষ একটি মনিটরিং সেল করতে পারে। প্রতি মাসে রোডম্যাপ অনুসারে ট্যানারী নির্মাণ কাজ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন/প্রতিস্থাপন এর বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন শিল্প মন্ত্রণালয়ে পেশ করা যেতে পারে।

৩. CETP নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত ও সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর লক্ষ্যে একটি শক্তিশালি মনিটরিং সেল গঠন করা অত্যাবশ্যক। প্রতিমাসে CETP নির্মাণ কাজের পরিমাপসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন শিল্প মন্ত্রণালয়ে পেশ করা যেতে পারে।

৪. যে সকল শিল্প ইউনিট ইতোমধ্যেই প্লট বরাদ্দ পেয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেনি তাদের শিল্পপ্লট অনতিবিলম্বে বাতিল করা যেতে পারে।

৫. বুয়েটের টেস্ট রিপোর্টি যাচাই করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নমুনা আনসীলড্ অবস্থায় রিসীভ করা হয়েছে যা ল্যাব টেস্টের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। তাই সকল নমুনা সীলড্ অবস্থায় ল্যাবে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৬. CETP-তে পৃথকভাবে লবণ পরিশোধণের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরী, অন্যথায় পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত লবণের জন্য তরল বর্জ্যের TDS এর পরিমাণও বেড়ে যায়।

৭. নির্মাণাধীন CETP-এর ক্যাপাসিটি ২০০০০ m^3/d দিয়ে কোরবানী পরবর্তী ৩ মাস অতিরিক্ত ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট করা যাবে কিনা তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

৮. ইফ্লুয়েন্ট লোড কমানোর জন্য এবং CETP-এর অধিকতর কার্যকারীতার জন্য শিল্পনগরীর সকল ট্যানারীকে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা যেতে পারে।

৯. SPGS-এ ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে স্লাজ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বায়ু দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য বায়ু দূষণের বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেশি হবে কিনা তাও পর্যালোচনা করা উচিত।

১০. ট্যানারীর কঠিন বর্জ্য পরিশোধন করে তা হতে মূল্যবান রিসোর্স উৎপাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। কারণ প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় দীর্ঘদিন ডাম্পিং করে রাখলে শিল্পনগরী ও তার আশেপাশের এলাকার ব্যপক পরিবেশ দূষণ হবে ।

১১. লাইম ফ্লেশিং ও ক্রোম শেভিং ডাস্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প নেয়া অত্যাবশ্যক অন্যথায় শিল্পনগরীতে কঠিন বর্জ্যের জন্য পরিবেশ দূষণ হবে।

১২. প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়সীমায় সুসম্পন্ন করার জন্য যে সকল কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্বে আছেন তাদেরকে পূর্ণকালীন দায়িত্ব দেয়া এবং দ্রুত প্রকল্পের জনবল বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী।

১৩. জরুরী ভিত্তিতে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবশিষ্ট বেড়ি-বাঁধ নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক কারণ অতি বৃষ্টি বা বন্যায় প্রকল্প এলাকাটি প্লাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

১৪. শিল্প এলাকায় চামড়া শিল্পের সহযোগী সংগঠন বা ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায়ীদের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বাতিলকৃত শিল্প প্লট ও প্রকল্পের পাশে বিসিক কর্তৃক চিহ্নিত খাস জমি অধিগ্রহণ পূর্বক বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

১৫. শিল্প এলাকায় ট্যানারী শ্রমিকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত অন্যথায় সেখানে শিল্পোৎপাদন শুরু করা সহজ হবে না।

১৬. চামড়া শিল্পনগরীতে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস্ পরিবহনের সময় যাতে শিল্পনগরী ও তার আশেপাশে দুর্গন্ধ না ছড়ায় সে জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস্ পরিবহন করতে হবে। এক্ষেত্রে কাভার্ড ভ্যানে করে কাঁচা চামড়া ও কেমিক্যালস্ পরিবহণ করার জন্য আইন করা যেতে পারে।

১৭. চামড়া শিল্পের বিশাল সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে নতুন শিল্প প্লট করে চামড়া শিল্পনগরী ভবিষ্যতে সম্প্রসারন করা প্রয়োজন। অধিকন্তু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল নির্মাণ করে সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী তৈরি করা যেতে পারে।

১০.২ উপসংহার

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের জন্য উক্ত প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। ইতোমধ্যে বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার জন্য হাজারীবাগের ট্যানারীসমূহ চামড়া শিল্পনগরীতে খুব দ্রুত স্থানান্তরের বিকল্প নেই। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ হতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে এবং দেশের সম্ভাবনাময় ৩য় বরপ্তানিকারক লেদার সেক্টরে বিশাল বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। হাজারীবাগ ও আশেপাশের এলাকাবাসীর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য, ঢাকার প্রাণ ও ঐতিহ্য বুড়িগঙ্গা নদীকে রক্ষা করার জন্য এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একটি পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরীর দ্রুত বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয় অগ্রগতির (মাত্র ১৭.১১%) অবস্থা মোটেও সন্তোসজনক নয়। সেজন্য যে সমস্ত অবকাঠামোগত কাজ এখনো অসম্পূর্ণ আছে সেগুলো নির্ধারিত প্রকল্প সময় সীমা মেয়াদে অর্থাৎ জুন ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় CETP খাত ছাড়া অধিকাংশ খাতের অর্থ ফেরত যাবে এবং প্রকল্পটির সম্পূর্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না।

অধিকন্তু বর্তমান এ প্রকল্পে ট্যানারীর কঠিন বর্জ্য ট্রিটমেন্টের জন্য কোন কিছু সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। কিন্তু কঠিন বর্জ্য থেকে অনেক মূল্যবান প্রোটিন প্রোডাক্টস্ ও বায়োগ্যাস তৈরি করা যায় যা পরিবেশ বান্ধব ও আর্থিক সাশ্রয়ী। এ